আমনিয়্যাহ কোর্স

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْفَانفِرُواْثُبَاتٍأَوانفِرُواْ جَمِيعًا

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।
(সূরা নিসা, ৭১)

সকল কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে নেওয়া, নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ আঞ্জাম দেয়া। মানহাজের নিরাপত্তা পয়েন্টটি মাথায় রাখা। সকল কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে নেওয়া, নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ আঞ্জাম দেয়া। মানহাজের নিরাপত্তা পয়েন্টটি মাথায় রাখা।

কয়েকটি মূলনীতিঃ

১। ইসলাম তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ এবং নিরাপত্তা নেয়া দুটোর মাঝে সমন্বয়। যেমনঃ ইহুদী-খ্রীষ্টান, ...

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْأُمَّةً وَسَطًا

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি (সূরা বাকারা, ১৪৩)

২। মূল কাজ বন্ধ না করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া। সীরাত থেকে হিজরত, আকাবার শপথ।

৩। আমরা নিরাপত্তা নেই আসবাব হিসেবে, কিন্তু তাকদীরে যা লিখে রাখা আছে সেটা হবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) কেঃ

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك , وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك , رفعت الأقلام وجفت الصحف

লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহু আল হাফিজঃ হাসবি আল্লাহু নিয়মাল ওয়াকীল ...,

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসু হচ্ছে সাংবাদিক হিসেবে এজেন্ট নিয়োগ দেয়া। এছাড়া তারা ট্যাক্সি চালক, দোকানদার, ইত্যাদি ব্যবহার করে।

ফল হিদায়াত

- এক ফলের সাথে অন্য ফল ১% ও না মিশানো।
- এডমিন, দায়ী ফল প্রধানের বাসা চিনবেন না। অন্য বাসায় সাক্ষাৎ করবেন।
- যেসব দাওয়া ফল বিশ্বস্ত সেখানেই শুধু দায়ী ভাইয়েরা যাবেন।
- যোগাযোগ মুলতঃ নেটের মাধ্যমে হবে। একান্ত জরুরতে (ওয়ান ওয়ে) ফলের প্রধানের নাম্বার জানা থাকবে, বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎ।
- দাওয়া ফলের সাথে সাক্ষাৎ করবো না, যদি না একান্ত জরুরী হয়, অবশ্যই সেক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হওয়া জরুরী।
- আম সাধারণদের সাথে সাধারণ কাজে জড়িত হবো না, যেমন- বিয়ে-সাদি, চাকরি, উৎসব ইত্যাদি।
- তাদের প্রোগ্রাম/অনুষ্ঠানে আমরা সরাসরি যোগদান করবো না।

তথ্যের নিরাপত্তাঃ যার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জানানো।

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني

সুন্নাহ তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন জিহাদে কোথায় রওয়ানা হবে, সেটা জানানো হয় নি।

- কথার মাধ্যমে।
- গল্পের মাধ্যমে।
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে।

দলীল দস্তাবেজ

এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে ভাইদের নাম, দলের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন ফরম্যাটে থাকতে পারে: ফাইল, সিডি/ডিস্ক, অডিও, ভিডিও অথবা ছবি।

সব কখনও এক জায়গায় রাখা যাবে না।

যে কোন নাম লিখলে সাংকেতিক ভাবে লিখা উচিত। এ ক্ষেত্রে নিজের তৈরী সংকেত ব্যবহার করা উচিত।

ফাইলটি যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটাকে ৩ থেকে ৪ ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যদি একটা অংশ হারিয়ে যায় কিংবা ধরা পড়ে যায় পুরো ফাইলটি হারানো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ফাইল ধ্বংশ করার পদ্ধতি:

প্রথমে ফাইলটি টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে, তারপর আগুনে পোড়াতে হবে, শেষে ছাই বা অবশিষ্টের ওপর পানি ঢেলে দিতে হবে।

কাগজের ওপর বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখলে যে কাগজে লেখা হয়েছে তার নিচের কমপক্ষে ৩-৪ পাতা ধ্বংশ করতে হবে।

জাসুস সেট নিরাপত্তা

মোবাইল হচ্ছে একটি আসকারী (মিলিটারী) আইটেম । কুফফাররা এটি আমাদের দিয়েছে নজর বন্দী রাখার জন্য । এই নজরদরি সেট বা গোয়েন্দা সেট এর মাধ্যমে কুফফাররা আমাদের হাজার হাজার ভাইদের বন্দী করেছে। অনেক দ্বীন কায়েমের কাফেলা এই জাসুস সেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাফিলতি বা অসতর্কতা কারনে নিশ্চিহ্নের পথে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “লা- ইয়ালদাগুল ম’মিন মিন জুহরী মাররতাইন” । অথ্যাত- ইমানদাররা একই গর্তে দুই বার কামড় খায় না । [বুখারী]

❑ নিজেদের পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য জাসুস সেট আমাদের নিজেদের জন্য সম্পূর্ন নিষিদ্ব । এর বদলে আমাদের সম্পূর্ন যোগাযোগ নেটের মাধ্যমে করতে হবে ।

❑ শুধু পরিবার / ঘরোয়া কাজের জন্য জাসুস সেট ব্যবহার করা যাবে । পারিবারিক জাসুস সেট অন্য ভাইদের বাসায় যাওয়ার আগে- বাসা থেকেই বন্ধ করে যেতে হবে । কারন একই এলাকায় গিয়ে প্রায়ই বন্ধ হলে সেটা কুফফারদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ন তথ্য হতে পারে ।

❑ নিজেদের কার্যক্রম চালানোর জন্য পুর্বনির্ধারিত জায়গা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ , চিঠি আদান-প্রদান , এম.এম.সি আদান-প্রদান, নেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে ।

কম্পিউটার নিরাপত্তাঃ

- অবশ্যই সব ধরনের ফাইল, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি এনক্রিপশন এর অধীনে রাখা।
- ফাইল ডিলিট করলে সাধারণভাবে ডিলিট না করে “ইরেজার” / “ফাইল শ্রেডার” ইত্যাদি দিয়ে ডিলেট করা।
- গুরুত্বপূর্ণ ফাইল যাতে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করা ।

ইন্টারনেট নিরাপত্তা:-

- অবশ্যই টর এর অধীনে সব সাইট ব্রাউজ করা উচিত।
- সকল প্রকার ডাউনলোড - আপলোড টর এর অধীনে অবশ্যই করা উচিত।
- কয়েক মাস পর পর মডেম পরিবর্তন করা।
- পারস্পরিক যোগাযোগের স্থান, সময়, মিটিং, কোন ভাইয়ের নাম, রিপোর্ট ইত্যাদি অবশ্যই অবশ্যই আসরার দিয়ে এনক্রিপ্ট করে পাঠানো। এছাড়া অন্যান্য ফাইলও পাসওয়ার্ড দিয়ে আর্কাইভ করে (রার), এক্সেটেনশন বদল করে পাঠানো।

সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা

তথ্য আদান-প্রদানের অসংখ্য পদ্ধতি আছে: চিঠি, মোবাইল, ইন্টারনেট, ইত্যাদি। খেয়াল রাখতে হবে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এসব পদ্ধতির কথা জানে। তাই তারা অনেক বহুভাষিক এজেন্টদের ব্যবহার করে। গোয়েন্দারা আড়ি পাতে ফোন নেটওয়ার্কগুলোতে এজেন্ট স্থাপন করার মাধ্যমে।

তারা সব আন্তর্জাতিক কল ট্রেস করে।

নেটওয়ার্কে তারা এমন ব্যাবস্থা স্থাপন করেছে যা বিশেষ কিছু শব্দ ব্যাবহৃত হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমকে সতর্ক করে দেয়। এরকম বিশেষ শব্দ অনেক আছে, যেমন: উসামা, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, তাগুত, ইত্যাদি।

এলাকার সকল ভাই যেন মোবাইলকে জাসুস সেট বলে।

পাকিস্তানে যদি কেউ এসব শব্দ ব্যবহার করে আর তাকে ট্রেস করা হয়, তার উপর ৩ থেকে ৬ মাস নজরদারি করা হয়।

মোবাইল যোগাযোগ সম্পর্কিত একটি উদাহরণ হচ্ছে এক সৌদি ভাই যে ১৯৯৭-৯৮ সালে জিহাদে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি খুব বন্ধুসুলভ ছিলেন আর সবসময় ভাইদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তাদের ফোন নাম্বার নিতে চাইতেন। অনেকে দ্বিধা করতো, কিন্তু ভাইটি বেশ সিনিয়র ছিলেন, তাই তারা ভাবতো এই তথ্য দেয়াতে তেমন কোন ঝুঁকির আশঙ্কা নেই। গোয়েন্দারা এই ভাইটিকে আটক করে তার মোবাইল ফোন জব্দ করল আর বিস্মিত হলো যখন দেখলো সেখানে ৭০০ নাম্বার রয়েছে। তাকে তারা ৬ মাস আটকে রাখে, আর তার ফোনে পাওয়া সব লোকদের ট্রেস করে। তিন দিনের মধ্যে তারা ৭০,০০০ ভাইকে আটক করে। এর থেকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারি: আমাদের কাজে আমরা কাউকে স্পর্শকাতর তথ্য দেয়ার সিদ্ধান্ত তার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে নেই না। বরং তথ্যটি দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি। একে আমরা বলি 'কাট-আউট সিস্টেম'।

এরপর যেই দলের ওপর তারা নজর রাখে তা হলো ইসলামি আলিম ও ইমামরা। তারা নিয়মিত ইমামদের খুতবা/বক্তৃতা শোনে এবং ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগানোর লক্ষণ বা ইঙ্গিতের খোজ করে। জিহাদের আহ্বান করে এমন আলিমদের গুপ্তহত্যা করা এসব গোয়েন্দা সংস্থার জন্য বিরল কোন ঘটনা নয়, যেমন শেইখ শামযাই, যিনি সরকারের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়েছিলেন, ফলে তাকে হত্যা করা হয়।

তারা বিমানবন্দর, ট্রেন স্টেশন, ইত্যাদি স্থানে এজেন্ট স্থাপন করে সন্দেহজনক যেকোন কিছুর ব্যাপারে তথ্য জড়ো করার জন্য। তারা সাংবাদিক, এন.জি.ও এবং ত্রাণকর্মীদের ওপরও গুপ্তচরগিরি করে জঙ্গিদের মুখপাত্র হিসেবে তারা কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য।

যোগাযোগ মাধ্যম

বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ মাধ্যম আছে যা মুজাহিদীনরা ব্যবহার করতে পারেন। প্রথম যেটা আলোচনা করা হবে তা হলো চিঠি।

ইন্টারনেট যোগাযোগঃ

- এখন থেকে দায়ী ও এডমিনরা নিজেদের মধ্যে শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।
- দায়ীরা এমন মডেম ব্যবহার করবেন, যাতে সব জায়গা থেকে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। সবাই প্রতিদিন একবার নেট এ মেসেজ চেক করার চেষ্টা করবেন।
- দায়ী ও এডমিনরা মূলতঃ টেকস্ট মেসেজের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।
- প্রয়োজনে ভয়েস রেকর্ড (অডিও) করে করে তথ্য-পরামর্শ আদান-প্রদান করবেন এবং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করবেন।

- এ ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার "টরচেট" এ অনলাইন হয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, আলোচনা-পরামর্শ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দায়ী ও এডমিন ভাইরা সপ্তাহে এক / দুইবার নির্দিষ্ট সময়ে টরচ্যাটে অনলাইন থাকতে পারেন।

সরাসরি সাক্ষাতঃ

- বিশেষ প্রয়োজনে প্রতি ৭ দিনে একবার দায়ী ও এডমিনদের মাঝে সাক্ষাত করা যাবে।
- নিজেদের মাঝে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে দায়ী ও এডমিনরা তৃতীয় কোন স্থানে সাক্ষাত করবেন, দায়ীদের বাসায় বা নিয়মিত হাল্কা হয় এমন স্থানে / বাসায় সাক্ষাত করা যাবে না।
- এডমিন ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে দায়ীরা সাক্ষাতের স্থানে আসার পথে কয়েকটি বিরতি দিয়ে ও যানবাহন বদলী করে আসবেন, যাতে জাসুসের নজরদারী থাকলে তা এড়ানো যায়।
- এছাড়া এক দায়ী অন্য দায়ীর সাথেও নিজেদের বাসায় সাক্ষাত করবেন না। দায়ীরা একে অপরের বাসা চিনতে পারবেন না। তারা তৃতীয় কোন স্থানে সাক্ষাত করবেন।

টেলিফোন

এটা সবাই ব্যবহার করে। এটা একজন মুজাহিদের জন্য সবচেয়ে দরকারী ও কার্যকর যন্ত্র, আবার সবচেয়ে বিপজ্জনকও। আটক হওয়া ভাইদের অধিকাংশই মোবাইল ফোনের কারণে গ্রেফতার হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি কল মনিটর করা হয়, আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহুভাষিক এজেন্টরা নিয়োজিত থাকে কথাবার্তায় আড়ি পাতার জন্য।

যে এলাকায় থাকেন সেখানে কখনই নিজের ফোন ব্যবহার করবেন না।

যে এলাকায় থাকেন সেখানকার কোনও মোবাইলের দোকান কখনও ব্যবহার করবেন না। একই দোকান একবারের বেশী ব্যবহার করবেন না।

কিন্তু যদি এমন এলাকায় থাকেন যেখানে খুব বেশী দোকান নেই, সেক্ষেত্রে একই দোকান আবার ব্যবহার করার আগে কমপক্ষে একমাস অপেক্ষ করুন।

দুইজন ভাইকে ফোন করতে হলে একই দোকান থেকে তাদের কল করবেন না। কারণ যদি কতৃপক্ষ এদের একজনকে অনুসরণ করতে থাকে, অন্যজনকেও তারা পেয়ে যাবে, কেননা আপনি তাদের মধ্যে সংযোগ করে দিয়েছেন।

কথা শেষ হয়ে গেলে যে কোন একটা নাম্বারে কল করে কথা না বলে কমপক্ষে ১৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, তারপর ফোন নামিয়ে রাখুন।

আশেপাশে কেউ থাকা অবস্থায় কথোপকথন চালানো এড়িয়ে চলুন - পুলিশ এসে আশেপাশের লোকজনের সাথে কথা বললে তারা আপনার বিবরণ দিতে পারে।

মোবাইলের দোকান ব্যবহার করার আগে ফোনটা পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না। কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত রাখুন।

কল শেষ হলে তৎক্ষণাৎ এলাকা ত্যাগ করুন। আরেকটি বিষয় হয়তো স্বাভাবিকই মনে হবে, কিন্তু নিশ্চিত করা জরুরি ফোনের অন্য পাশে যে আছে সে ঠিক ব্যাক্তি কি না।

সংকেত বা ইশারা ব্যবহার করুন, যেমনটা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, আর নিশ্চিত করুন সেগুলো অস্বাভাবিক বা সহজে লক্ষণীয় না হয়।

যদি কোনও ভাইয়ের সাথে মুখোমুখি কথা বলতে হয়, নিশ্চিত করতে হবে যেন নিজেদের মোবাইল ফোনগুলো কাছে না থাকে।

মোবাইল এবং সিম প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করা জানতে হবে - এটা বাজেটের ওপর নির্ভর করে। মোবাইল একই রেখে শুধু সিম বদলানোর ভুলটি করবেন না, কারণ কতৃপক্ষ দুটাকেই ট্রেস করে। একটি মোবাইল শুধু ইনকামিং কলের জন্য আর আরেকটি শুধু কল করার জন্য রাখার অভ্যাস করুন।

মোবাইলে কথা বলার নিরাপত্তাঃ

- আংশিক নিরাপত্তা মূলক কথা... বুচ্ছেন তো...
- বিভিন্ন ভাইদের নাম, এলাকার নাম উল্লেখ করা।
- সময় হুবহু না বলে আগে / পরে বলা।
- দ্বীনি ব্যাপারে যেমনঃ হালকা, বই এর নাম, রিসালাহ, এম এম সি, ভিডিও ইত্যাদি না বলা।
- বিভিন্ন ভাইদের নাম্বার সেইভ না রাখা।

মোবাইল কলঃ

- "বিশেষভাবে জরুরী" প্রয়োজনে দায়ী-এডমিন যোগাযোগে মোবাইল ব্যবহার করা যাবে, তবে নিয়মিত (রুটিন) কাজের জন্য মোবাইল কল দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আমরা প্রয়োজনে আমাদের কাজকে ধীরে-সুস্থে আঞ্জাম দিবো কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্য পুরো তানজীমের নিরাপত্তা ব্যাহত করবো না। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মোবাইলে কল করা, সরাসরি সাক্ষাত থেকে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ।
- শুধুমাত্র "বিশেষভাবে-জরুরী প্রয়োজনে" (যা কোন রুটিন কাজ নয়, যার জন্য অনেক দিন আগে থেকে যোগাযোগ করার সুযোগ ছিলো / আছে) কল দেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট মোবাইল রাখতে হবে।
- এই মোবাইল ওয়ান-ওয়ে হিসেবে ব্যবহার হবে অর্থাৎ এডমিন ভাইরা দায়ীদের কাছে মোবাইল করতে পারবেন, দায়ীরা এডমিনদের কাছে মোবাইল করতে পারবেন না। কারণ দায়ীরা ওপেনলি থাকেন।
- এডমিন ভাইরা নিজের বাসা থেকে কম পক্ষে ৪-৫ কিঃমিঃ দূরে গিয়ে মোবাইল অন করে কল করবেন, কল শেষে আবার মোবাইল বন্ধ করে দিবেন।
- দায়ী ও এডমিন ভাইরা কোন দোকান থেকে মোবাইল কল করবেন না, কাজের অবস্থা বুঝে ও প্রয়োজনে একাধিক সিম ব্যবহার করবেন (মূলতঃ ফল প্রধান ও আলেমদের সাথে যোগাযোগের জন্য)।
- প্রতি ৩-৪ জনের জন্য একটি সিম ব্যবহার করা যায়, ক্ষেত্র বিশেষে একজনের জন্য (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) একটি সিম ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে যথাসম্ভব কম কল করতে হবে। বাসা থেকে কল করা যাবে না।
- যাদের সাথে নেটে যোগাযোগ সম্ভব তাদেরকে কল করা যাবেনা।
- দায়ীরা ফল প্রধানদেরকে ফোন করার ক্ষেত্রে এডমিন ভাইদের অনুমতি নিয়ে ফোন করতে হবে। (এই ব্যবস্থা এ জন্য যাতে মোবাইল কলকে খুবই দূরুহ করা যায়)।

মিটিং আয়োজন করা

স্পেশাল মিটিং এর সময় (নিয়মিত হালকা নয়) যেমনঃ এই কোর্সে আসাঃ

- বাসা না চেনা।
- সাইনবোর্ড, দোকানের বোর্ড ইত্যাদি না দেখা।
- দেয়াল লিখন না দেখা।
- একটূ দূর থেকে মোবাইল সেট বন্ধ করে আসা।
- ব্যক্তিগত কোন তথ্য না জানতে চাওয়া, না চাইলেও না বলা।

মিটিঙের জন্য নির্ধারিত স্থান এবং সময় ভাইদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। কোন কারণে যদি নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হয়, তাদেরকে সংকেতের মাধ্যমে জানিয়ে দিন তারা যেন না আসে - যেমন তাদেরকে ফোন করে বলা 'ভোল্টেজ অনেক বেশী'।

কেউ যদি ট্যাক্সি দিয়ে আসে সে ট্যাক্সি থেকে নির্ধারিত স্থানে না নেমে একটু দুরে নামবে। কেউ তার ব্যাক্তিগত গাড়িতে এলে সেটা এমনভাবে পার্ক করবে যেন প্রয়োজনে সহজে এবং দ্রুত পালাতে পারে।

আরেকটি উপায় হলোঃ জায়গার নাম বদলে রাখাঃ যেমনঃ গুলিস্থান মানে ফার্মগেট; আর ফার্মগেট মানে গুলিস্থান। আবার সময়ের ক্ষেত্রেও এ রকম করা যায়। যেমনঃ সবসময় ১ ঘন্টা / ২ ঘন্টা বেশী / কম হিসাব করা। যেমনঃ সকাল ১০ টা মানে আসলে সকাল ১১ টা, বিকাল ৫ টা, মানে আসলে সন্ধ্যা ৬ টা।
নির্ধারিত জায়গায় প্রবেশ করার আগে প্রত্যেকের দেখে নেয়া জরুরি তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না।
নিশ্চিত করতে হবে মিটিঙের সময় কোন মোবাইল ফোন সাথে নেই।
পরিধানের পোশাক এলাকার জন্য যথাযথ হতে হবে। মিটিঙে অংশগ্রহণকারী এবং তাদের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে বিবেচনা করতে হবে সেফ হাউজ/ভবনের বাইরে গুপ্ত রক্ষী রাখার প্রয়োজন আছে কি না, যারা সম্ভাব্য পুলিশের রেইড সম্পর্কে সতর্ক করতে পারবে।
পুলিশ বেশী কাছে চলে এলে তারা পুলিশকে ব্যাহতও করতে পারবে, যেমন সরু রাস্তায় গাড়ি রেখে চাকা বদলানোর ভান করে।
সেফ হাউজটির কমপক্ষে দুইটা দরজা থাকা উচিৎ।
ভাইদের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে এসে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।
সবাই একই সময়ে পৌছাবে না, কিন্তু সবাই মিটিং শুরু হওয়ার আগেই উপস্থিত থাকবে। বাড়িটিতে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
মিটিং শেষ হলে নিশ্চিত করতে হবে যে সেখানে মিটিং হয়েছে এবং ভাইদের সংখ্যা এসব নির্দেশ করে এমন সব প্রমাণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে - যেমন চায়ের কাপ সরানো। যেমনঃ আমাদের দেশে ৩ টী টুথ ব্রাশ দেখে তাগুতের পুলিশরা জেএমবির এক ভাইকে গ্রেফতার করার পরও তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় যে, আরো ২ জন কারা। তারপর রাতের বেলা একসাথে আরো ২ জনকে গ্রেফতার করেনিয়ে যায়।
মিটিং পরিচালনা করার সময় আলোচনার সব বিষয় লিখে প্রস্তুত রাখতে হবে। মিটিং ৩০ মিনিটের বেশী হওয়া চলবে না। কোন প্রয়োজন বা জরুরি পরিস্থিতিতে মিটিং ডাকা হয়, আর তা নোটিশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে। একবার মিটিং নির্ধারিত করা হলে তা স্থগিত করা উচিৎ না।
জরুরি অবস্থায় কর্তব্যগুলো জানা থাকতে হবে - যেমন পুলিশ এলে কি করতে হবে।
সেফ হাউজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলে অন্য সেফ হাউজে যেতে হবে যেখানে পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে ব্রিফিং (অবহিতকরণ) করা হবে - যেমন কে আটক হয়েছে, ঘটনা কি ছিলো, ইত্যাদি। ব্রিফিং শেষ হলে সবাই সেখান থেকে চলে যাবে। কি ঘটেছে বোঝার জন্য তদন্ত চালু করতে হবে।

সফরে নিরাপত্তা

অধিকাংশ লোক গ্রেফতার হয় সফরকালে অপর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা নেয়ার কারণে। সফর সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ (যথেষ্ট সতর্ক না হলে), যদি দেশ উচ্চ হুঁশিয়ারিতে না থাকে সেক্ষেত্রেও। স্বভাবতই একেক এলাকার জন্য একেক কর্মপন্থা প্রয়োজন, কিন্তু মূল ধারণাগুলো একই। তা হচ্ছে, ছদ্মপরিচয় অনুযায়ী পোশাক পরা - অর্থাৎ ধনী ব্যবসায়ীর পরিচয় নিয়ে ছেঁড়া কাপড় পরা যাবে না। প্যান্ট-পাজামা গোড়ালির নিচে থাকতে হবে। বেশভুষা সাধারণ লোকজনের মতো হতে হবে - যেমন সাধারণ চুলের স্টাইল রাখা, সেটা অ-ইসলামি স্টাইল হলেও। সফরের সময় সাথে কি কি জিনিস আছে তা জানা থাকতে হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অতি ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় ছদ্মপরিচয় ইসলামি হবে না, তাই সাথে আতর, মিসওয়াক বা এরকম ইসলামি জিনিসপত্র রাখা চলবে না।
ছদ্মপরিচয় অনুযায়ী টাকা পয়সা রাখতে হবে, যদি না বড় অংকের টাকা স্থানান্তর করতে বাধ্য থাকেন।
নিশ্চিত করে নিন যে গন্তব্যের এলাকাটি চেনেন। মিশনের ওপর লক্ষ্যস্থির থাকতে হবে আর সফরকালে 'আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহিয়া 'আনিল মুনকার' (ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ) করতে চেয়ে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। মারামারি এড়িয়ে চলুন কারণ এতে আপনার প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ হতে পারে। আপনার টিকেট নিজেরই কেনা উচিৎ, আর সেটার যাত্রাপথ জানা থাকতে হবে।

পৌছানোর পর টিকেটটি ধ্বংশ করে ফেলুন। (বাস/কোচ ব্যবহার করলে) পেছনের সিটে বসা পরিহার করুন কারণ এতে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়।

যদি সম্ভব হয়, সর্বশেষ গন্তব্যস্থলে নামবেন না, বরং তার কাছাকাছি গিয়েই নেমে পড়ুন। এতে বাসে আপনার পেছনে লেগে থাকা গুপ্তচরদের ঝেড়ে ফেলতে পারবেন আর আপনার আসল গন্তব্য তারা জানতে পারবে না।

চলাফেরায় নিরাপত্তা:-

আমাদের সবার চলাফেরায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখা উচিত, খুঁতখুঁতে ভাব না রাখা দরকার। যেমনঃ লুকিয়ে লুকিয়ে কোন বাসায় প্রবেশ করা, কেউ দেখে ফেললে থমকে যাওয়া / আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া, বার বার পিছন ফিরা, এদিক-সেদিক না তাকানো - সোজা তাকিয়ে থাকা, দরজা-জানালার খাঁপ দিয়ে উকি দিয়ে দেখা, নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা না বলে, স্বাভাবিকতা বজায় না রেখে রোবটের মত হাঁটতে থাকা ইত্যাদি।

সফর নিরাপত্তাঃ

- যানবাহনে একাদিক জন এক সাথে না বসা, একসাথে টিকেট না কাটা।
- ব্যাগে ইসলামী বই, আতর, মেসওয়াক ইত্যাদি না রাখা (দায়ীরা পারবেন)।
- মোবাইলে জিহাদি ভিডিও, নাসীদ, অডিও ইত্যাদি না রাখা।
- সফরে যাওয়া-আসার পূর্বে ল্যাপটপ, মোবাইল হার্ডডিস্ক, পেন ড্রাইভ ইত্যাদি পরীক্ষা করে নেয়া, ক্লিন (ইরেজার/ শ্রেডার ইত্যাদির মাধ্যমে) করে নেয়া।
- এক সাথে নেমে নিজেরা জামাআতে নামাজ আদায় না করা যেতে পারে নিরাপত্তার কারনে। নাহি আনিল মুনকারের ব্যাপারে অন্তরে ঘৃনা করে বিরত থাকা যেতে পারে নিরাপত্তার কারনে।
- কোন ক্রমেই সফর পথে বাস বা ট্রেনে দ্বীনি পরিকল্পনা, জিহাদি আলোচনা ইত্যাদি না করা।
- সফরের জন্য আইডি, সফরের কারণ, কোথায়, কেন ইত্যাদি প্রশ্ন-উত্তর ঠিক করে রাখা ।
- বিশেষ জরুরী ও প্রয়োজন না হলে রাতে বাসে দূরে সফর না করা।

বাসার সিকিউরিটি / নিরাপত্তা

❖বাসার মোবাইল অন্য বাসায় নিয়ে না যাওয়া, অন্য ভাইরা যেন মোবাইল সহ না আসে তা খেয়াল রাখা ।

❖ প্রায়ই যেসব ভাইরা আসে তাদের সাথে আত্নীয়তার পরিচয় সেট রাখা (খালাত-ফুফাত ভাই , মামা-ভাগ্নে ইত্যাদি যেসব সম্পর্কে একই এলাকায় অথবা চেহারার মিল থাকার সাপেক্ষে) ।

❖ নিরাপত্তা ঝুকি সম্পন্ন মিটিং এর পর বাসায় ফেরার ক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে কেউ অনুসরণ করছে না নিশ্চিত করে বাসায় আসা।

❖ বাসায় জোরে জোরে নাসীদ, ভিডিও, খুতবা, আলোচনা না করা যাতে প্রতিবেশীরা শুনতে পারে।

❖ যারা আ-ম গেটাপ নিয়ে থাকবেন তাদের বেশী ইসলামিক আমল না দেখানো (যেমন- ওয়াইফদের হাত-মোজা পা মোজা, জোরে জোরে কুরআন তিলাওয়াত, রাতে তাহাজ্জুদে জোরে কুরআন তিলাওয়াত, সবসময় পর্দা ফেলা রাখা) ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারন মুসলমানদের সাথে শারীয়ার সীমাকে খেয়াল রেখে মিল রেখে চলা।

বাসার ধরন / অবস্থান

❖ আশে পাশে অনেক গলি সম্পন্ন এলাকায় বাসা নেওয়া ।

❖ ইসলামিক পরিবেশ সম্পন্ন এলাকায় বাসা নেয়া (তাবলীগি , মাদ্রাসার আশে পাশে) ।

❖ বাসার সামনে দোকান আছে, দারো়য়ান আছে, রুমের ভেতরে কথা-বার্তা বললে বাইরে শোনা যায়, প্রাইভেসীর খিলাফ হবে, বাহির থেকে খুব বেশী দেখা যাবে এমন বাসা না নেয়া।

লিবাস

- ❖ বাসায় তার পরিচয় অনুযায়ী কাপড় বা লিবাস পরিধান ।
- ❖ তথাকথিত রুচিশীল পোশাক পরিধান (শার্ট, প্যান্ট, সু , গ্লাস, বেল্ট ইত্যাদি) ।
- ❖ খুব সাধারন নিম্ন মানের পোশাক পরিধান না করা যাতে সন্দেহ আসতে পারে ।
- ❖ আয়রন করা পরিপাটি পোশাক পরিধান করা যেতে পারে ।
- ❖ চাল-চলন , পোশাক পরিচ্ছেদে অন্য সাধারন মানুষের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ।

আই ডি

- ❖ একটি আই ডি রেডি রাখা ।
- ❖ আই ডি অনুযায়ী সময় - সিডিউলের দিকে খেয়াল রাখা ।
- ❖ আই ডি রিলেটেড তথ্য নিজে এবং পরিবার কে মুখস্ত রাখা ।
- ❖ সাথে অন্য ভাই থাকলে আত্নীয়তার কোন পরিচয় সেট রাখা, এই সম্পর্কিত তথ্য উভয়ের মুখস্ত রাখা

দলের ওপর বিরোধী প্রচারণার প্রভাব কমানো

- দলকে কর্মব্যস্ত রাখতে হবে
- কোন মিথ্যা/রটনার আবির্ভাব হলে দলের সদস্যদের তৎক্ষণাৎ সেব্যাপারে অবহিত করতে হবে
- কেউ দলের মাঝে এসব রটনা ছড়ানো জারি রাখলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। যেমনঃ উমর (রাঃ) এর সময় এক ব্যক্তি মুতাশাবিহা আয়াত নিয়ে বেশী বেশী প্রশ্ন করে লোকজনকে সন্দেহে ফেলে দিতো। তিনি তাকে ভালোভাবে ধোলাই দেন। তখন সে এই ফিতনা বন্ধ করে।
- ভাইদের দ্বীনি সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে
- ভাইদের যেকোন সমস্যার সমাধান করতে হবে - তাদের কোন সন্দেহ, প্রশ্ন, ভ্রান্ত ধারণা, ইত্যাদি থাকলে তা দূর করতে হবে
- ভাইদেরকে সঠিক এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, বিশেষত আমীরকে মান্য করার ব্যাপারে...
- দলের নেতাদের ও সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত অধিবেশন ও বৈঠকের আয়েজন করতে হবে (অবশ্যই যদি নেতাদের নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করা নিরাপদ হয়ে থাকে তবেই)

কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে কি না কিভাবে জানবেন

- আপনার পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে সর্বক্ষণ সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে,
- যদি সন্দেহ হয় যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তি আপনাকে অনুসরণ করছে তাহলে পত্রিকার দোকান বা এরকম কিছু খুজে নিয়ে সেখানে থামুন। তারপর ঘুরে লোকটির চোখের দিকে তাকান। সে তার ছদ্মবেশ রক্ষা করার জন্য দৃষ্টি সরিয়ে নেবে। এটা কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন।
- আরেকটি উপায় হচ্ছে বাসে উঠে আবার নেমে যাওয়া, rasta aipar aipar.. এবং লোকটি আপনাকে অনুসরণ করে কি না দেখা। এরকম করার অন্যতম স্থান হচ্ছে হোটেল।
- অথবা আপনি একটা টুকরা কাগজ ফেলতে পারেন দেখার জন্য যে লোকটি সেটা উঠিয়ে নেয় কি না। সে অনুসরণকারী হলে ভাববে আপনি এমন কিছু ফেলে গেছেন যা তাদের কাজে আসবে।
- আরেকটি পন্থা হচ্ছে, আপনি একটা রাস্তা দিয়ে হেটে যান, তারপর মোড়টি দৌড়ে পার হন। মোড় পার হয়ে লোকটির দৃষ্টির আড়াল হলে থেমে যান। তারপর অপেক্ষা করে দেখুন মোড় ঘুরে কেউ দৌড়ে আসছে কি না। আপনার অনুসরণকারীকে আপনার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে দৌড়াতে হবে।
- কোন দোকানের জানালার পাশে দাড়িয়ে বিক্রয়সামগ্রী দেখার ভান করতে পারেন। কিন্তু আসলে আপনি কাচের ওপর আপনার পেছন দিয়ে হেটে যাওয়া মানুষের প্রতিফলন দেখবেন আর তাদের কর্মকান্ড এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে খেয়াল করবেন।

- খুব ব্যস্ত কোন রাস্তার এমন জায়গা দিয়ে পার হতে পারেন যেখান দিয়ে কেউ সাধারণত পার হয় না। তারপর দেখুন আর কেউ রাস্তাটি পার হচ্ছে কি না।
- খোলা মাঠে চলে যান এবং লক্ষ্য করুন আপনাকে কেউ অনুসরণ করে সেখানে যাচ্ছে কি না।

আপনার অনুসরণকারীকে খোয়াতে হলে ওপরের কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন (৩, ৭ ও ৮)। অথবা কোন জনাকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়ুন যাতে ভিড়ের মাঝে অনুসরণকারীদের পক্ষে আপনার সাথে তাল মিলিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ট্যাক্সি নিয়ে অন্য এলাকায় চলে যাওয়া।

কারও অজান্তে তার কাছ থেকে তথ্য নেয়া

এটা যেকোন জায়গায় ঘটতে পারে এবং সাধারণত পরিকল্পিতভাবে করা হয় না। হয়তো কারও সাথে গল্পগুজব শুরু করলেন এবং কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলেন সে কোন এক স্পর্শকাতর জায়গায় কাজ করে, যার সম্পর্কে আপনি তথ্য খুজছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের যুদ্ধে যখন এক কুরাইশ বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তিনি এই কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। তিনি জানতে চাচ্ছিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে লড়তে কতজন শত্রু জড়ো হয়েছে। প্রশ্নটি সরাসরি না করে (কারণ এতে লোকটি সাথীদের সাহায্যার্থে মিথ্যে বলতে পারে) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তারা কতগুলো উট জবেহ করেছে। লোকটি বলল প্রতিদিন ১০টা করে। রাসূল তখন হিসাব করলেন এক একটা উট ১০০ জনের মত খেতে পারে। বাস্তবিকই দেখা গেল সেদিন কুরাইশদের নেতৃত্বে ১০০০ লোক ছিল।

প্রথমে আপনি এমন কোন বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে শুরু করুন যা আপনি যে বিষয়ে আসলে জানতে চান তার সাথে সম্পৃক্ত মাত্র। তারপর ধীরে ধীরে আপনি আসল বিষয়টিতে চলে যান। তার চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন সে কোন জিনিসে বা কি ধরণের জিনিসে আগ্রহী। তাকে খাবার বা পানীয় দিতে পারেন। বাসে থাকলে আপনি যদি চকলেট বের করেন, তাকেও একটি চকলেট দিন। এতে তার মন আপনার দিকে ঋজু হবে। তাকে এমন ধারণা দিবেন যে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধিমান - মানষের স্তুতি পছন্দ করাটা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে সে যদি শঙ্কাপন্ন হয়ে থাকে।

তাকে প্রশ্ন করার সময় সে যা বলছে সেটা নিয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করবেন না, এতে তার মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে আপনি তার কাছ থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা করছেন, এবং এটা কোন সাধারণ কথোপকথন নয় বরং একটা জেরা। প্রশ্ন করার সময় তার কাছ থেকে কি তথ্য নিবেন তা মনে মনে নোট করে রাখুন। এমনভাবে প্রশ্ন করবেন যেন মনে হয় কথাবার্তা থেকেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নগুলো আপনার মনে আসছে, আকাশ থেকে পড়ছে না। একই প্রশ্ন একবারের বেশী করবেন না (যদিও হয়তো আপনার আরও পরিষ্কার উত্তর প্রয়োজন অথবা আপনি তার কথা বুঝতে পারেন নাই)। উত্তর দেয়ার সময় তার মুখের অভিব্যক্তিগুলো খেয়াল করুন। প্রশ্ন করার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, এতে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে আপনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। সে কোথায় নেমে পড়বে তা আপনার জানা থাকা উচিৎ, যাতে আপনার হাতে প্রশ্ন করার জন্য কতটুকু সময় আছে তার একটা ধারণা আপনি করতে পারেন। সব প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেলে ধীরে ধীরে আপনাকে অন্য বিষয়ে চলে যেতে হবে। যাত্রার শেষ পর্যন্ত যে বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলেন সে বিষয়ে কথা বলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নোত্তরের আগে যেসব বিষয় প্রস্তুত করতে হবে

- এধরণের ব্যাপারটা এমন যে আগে থেকে পরিকল্পনা করা হয় না (যদি না আপনার কাছে তার সম্পর্কে তথ্য থাকে, এবং ইচ্ছে করেই আপনার সাথে তার 'হঠাৎ দেখা' হয়ে যায়)।
- তার চরিত্র এবং বয়স সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করুন (যদিও অল্প আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা করা কঠিন)। আপনি নিশ্চই ৭০ বছর বয়সী কাউকে প্রশ্ন করবেন না সে ফুটবল খেলে কি না।

- এটা মাথায় রাখবেন যে যেই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আপনি জানতে চাচ্ছেন সেখানে তার পদ কি। সে যদি সেখানে স্রেফ একজন কেরাণী হয়, তাকে বেশী প্রায়োগিক বা বিস্তারিত প্রশ্ন করে লাভ নেই কারণ সম্ভবত সে সেসব জানবে না।
- তার দুর্বলতা বের করার চেষ্টা করুন। যেমন, সে যদি তোষামোদ পছন্দ করে তাকে ক্রমাগত প্রশংসা করে যান। সে কোন বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য দিলে তাকে তোষামোদি করে প্রশ্ন করুন সে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে।
- তার পছন্দনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলুন। এর অর্থ চলতি বিষয়াদি সম্পর্কে আপনাকে অবগত থাকতে হবে (শুধু খবরাখবর না, বরং শোবিজের খবর যেমন ফুটবল, সিনেমা, ইত্যাদি)।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিভাবে কারও সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হয় এবং দেখাতে হয় যে আপনি তার বন্ধু।

কি ধরণের প্রশ্ন করতে হবে

- তার দুর্বলতাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করুন। সে যদি বাচাল হয় তবে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। অনেকে আবার দাম্ভিক হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে যদি সে আপনাকে বলে তার বয়স ৩৫, আপানি তাকে বলুন আপনি অবাক হয়েছেন কারণ তাকে দেখতে ২৫ মনে হয় - অর্থাৎ তার প্রশংসা করুন।
- প্রশ্নগুলো হতে হবে ছোট ছোট।
- সহজে বোঝা যায় এমন প্রশ্ন করুন।
- এমন ভাব দেখান যে যেই বিষয়ে আপনি জানতে চাচ্ছেন সেব্যাপারে আপনি বেশী কিছু জানেন না।

নিজের অজান্তে তথ্য না দেয়াঃ

- গল্পে গল্পে মাদ্রাসার নাম / এলাকার নাম / পাশের এলাকার নাম।
- ট্রেনিং, এক্সেরসাইজ, আসলিহাতের ব্যাপারে গল্প ইত্যাদি।
- ৯ এম এম দেখছেন? কিভাবে?
- গিয়েছিলেন নাকি চট্টগ্রামে?
- আনসার আছে, আসলিহাত লিংক আছে এসব গল্প সবার সামনে না করে, আলাদা ভাবে মাসউল ভাইকে বলা।
- উদাহরণ দিতে গিয়ে অনেক সময় তথ্য চলে আসা।